ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৫৮৫

আগরতলা, ১৭ মে, ২০২৬

চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের রোগী এবং তাদের স্বজনদের প্রতি আন্তরিক ও সংবেদনশীল হতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রক্তদানই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দান। রক্তের কোনো বিকল্প নেই এবং রক্তের অভাবে যেন একটি প্রাণও অকালে ঝড়ে না পড়ে, সেই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আজ আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ অডিটোরিয়ামে আন্তর্জাতিক নার্স ডে উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে এই অভিমত ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। তিনি বলেন, রক্তই আমাদের মনে করিয়ে দেয় মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম মানবতাবাদ। রক্তের কোন জাত, ধর্ম বা ভেদাভেদ নেই। রক্ত আমাদের শেখায় আমরা সবাই এক এবং মানবতার বন্ধনে আবদ্ধ। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন ও আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের অঙ্গ হিসেবে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তিনি বলেন, চিকিৎসাক্ষেত্রে নার্সদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাসপাতালের সুনাম এবং রোগীদের সুস্থতা অনেকাংশেই নার্সদের নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার ওপর নির্ভর করে। মানুষের সেবা করার সুযোগ প্রত্যেকে পায়না। কিন্তু নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রতিদিন এই মহান দায়িত্ব পালন করছেন। তাই তাদের কাজ শুধু পেশা নয়, এটি এক মানবিক অঙ্গীকার ও বটে। তিনি চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের রোগী এবং রোগীর পরিবারের প্রতি আন্তরিক ও সংবেদনশীল হওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, অনেক সময় রোগীর পরিবার মানসিকভাবে অত্যন্ত বিব্রত অবস্থার মধ্যে থাকেন। সেই সময় তাদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল আচরণ ও মানবিক ব্যবহার অনেক বড় শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের বিভিন্ন দিকের উপর মুখ্যমন্ত্রী আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ও প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা পাচ্ছেন। রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হারও অনেকাংশ হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন, ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়ন মানুষ উপলব্ধি করতে পারছেন। বর্তমান সরকার প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়নের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নেও সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে চলছে। এজিএমসি, আইজিএম সহ রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার উন্নয়নেও সরকার ধারাবাহিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

স্বেচ্ছায় রক্তদানের গুরুত্ব প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রক্তদানের কোনো বিকল্প নেই। র‍্যজের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের চাহিদা পূরণে সরকার সজাগ রয়েছে। গত বছরের তুলনায় এবছর এখন পর্যন্ত রক্ত সংগ্রহের পরিমাণ অনেকটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৫-২৬ সালে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪৪ হাজার ৩০৯ ইউনিট রক্ত সংগৃহিত হয়েছে। তিনি বলেন, নিয়ম অনুযায়ী একটি রাজ্যে জনসংখ্যার প্রায় ১ শতাংশ পরিমাণ রক্ত মজুত থাকা প্রয়োজন।

তবে রক্তের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাও অত্যন্ত জরুরী। এই বিষয়গুলির উপর রাজ্য রক্ত সঞ্চালন পর্ষদ নিয়মিত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে। তিনি রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি যুব সমাজকে স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিকার ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, ত্রিপুরা নার্সিং কাউন্সিলের রেজিস্টার প্রমুখ।

****